দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

19 SEP 1991

67 ৬২

ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ঃ ভিসির অফিস ভাংচুর

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বিশ্ববিদ্যালয় খুলিতে না খুলিতেই ক্যাম্পাস পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে। মঙ্গলবার রাতে জগন্নাথ হলে হামলার প্রতিবাদে গতকাল (বুধবার) একদল ছাত্র ভিসির অফিস কক্ষসহ প্রশাসনিক ভবনে ভাংচুর করে। সকাল ১০টায় এই ঘটনা ঘটে। দুপুরে টি,এস,সি এলাকায় কয়েকজন তরুণ [illegible] গুলী ছুড়িয়া (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চলিয়া যায়। বিভিন্ন হলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ফিরিয়া আসে নাই। তবে গতকাল সকল বিভাগে ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দমুখর পদচারণার মধ্যেও কলাভবন এবং মধুর কেন্টিন এলাকায় দুইটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য প্রভোষ্ট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এবং সিণ্ডিকেটের পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ হলের ঘটনার প্রতিবাদে পদত্যাগকারী প্রভোষ্টসহ হাউস টিউটরদের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় নাই। গতকাল সারাদিন হল প্রভোষ্ট অফিস তালাবদ্ধ ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় জগন্নাথ হল হইতে ছাত্রলীগের (আ-অ) একটি মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করিয়া প্রশাসনিক ভবনে ভিসির কক্ষে হামলা চালায়। এই সময় ভিসি প্রফেসার মনিরুজ্জামান মিয়া অফিসে ছিলেন না। ছাত্ররা উত্তেজিত অবস্থায় ভিসিকে খোঁজ করে। ভিসির পদত্যাগ দাবী করিয়া শ্লোগান দেয়। ভিসিকে না পাইয়া উত্তেজিত কয়েকজন ছাত্র ভিসির কক্ষ ভাঙচুর শুরু করিলে অন্যরাও ইহাতে যোগ দেয়। তাহারা এক পর্যায়ে প্রো-ভিসির অফিসকক্ষসহ প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। জানালার কাঁচ ভাঙ্গে। ভিসির অফিসের সম্মুখে 'পার্ক' করা ৩টি গাড়ির ক্ষতিসাধন করে। এই সময় ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল জানিতে আসা কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রশাসনিক ভবনের অফিসার কর্মচারীদের মধ্যে আতংক দেখা দেয়। ১০/১৫ মিনিটের ব্যবধানে মিছিলকারীরা চলিয়া গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। ভিসির অফিসকক্ষ ভাঙচুরশেষে মিছিলকারীরা সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আসিয়া ছাত্রসভার আয়োজন করে। সভায় জগন্নাথ হলে পুলিশের হামলার বিচার ও ভিসির পদত্যাগ দাবী করিয়া বক্তৃতা করেন পংকজ দেব নাথ, দিলিপ কুমার গোমস্তা প্রমুখ।

৪৭ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলিলেও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসকারীদের আনাগোনা কমে নাই। বহিরাগত মাস্তানদের দিয়া হল দখল করিয়া রাখার সেই পুরানো 'স্টাইল' আবার শুরু হইয়াছে। বৈধ ছাত্র-ছাত্রীরা হলে না ফিরিলেও বহিরাগতরা পুনরায় বিভিন্ন হলে অবস্থান নিয়াছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে পুলিশের টহল অব্যাহত রহিয়াছে।

ক্ষতিপূরণ দাবী

জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদ গতকাল (বুধবার) এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে হল ক্যাম্পাসে পুলিশের হামলার বিচার এবং এই ঘটনায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, বহিরাগত মাস্তানদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন ছাত্র সংগঠন বা ব্যক্তির আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে বহিরাগতদের গ্রেফতারের নামে ছাত্রদের হয়রানি করাও গ্রহণযোগ্য নয়। মঙ্গলবার রাতে সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী জগন্নাথ হলে হামলা চালায়। ছাত্র দলের চিহ্নিত মাস্তানরা এই হামলায় পুলিশের পক্ষ নেয়। সরকারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে বার বার জগন্নাথ হলে হামলা চালানো হইতেছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃতরা বিভিন্ন হলে অবস্থান নিলেও পুলিশ এ ব্যাপারে নির্বিকার রহিয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা হয়। হল ছাত্র সংসদের এ, জি, এস সুজীত কুমার রায় নন্দী সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ছাত্র লীগ (আ-অ) নেতা কামরুজ্জামান আনসারী, পংকজ দেবনাথ, নির্মল চন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, জগন্নাথ হলে ডাঃ মিলনের হত্যাকারীরা কখনই ছিল না। ছাত্র লীগের কয়েকজন কর্মীকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিলন হত্যাকাণ্ডে জড়ানো হইয়াছে।

জগন্নাথ হলে হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (আ-অ) গতকাল (বুধবার) ক্যাম্পাসে ছাত্র সভার আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি শাহে আলম, মমতাজ উদ্দিন মেহেদী, গোলাম মোস্তফা সুজন সভায় বক্তৃতা করেন। শাহে আলম বলেন, ছাত্র লীগের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের ন্যায় খালেদা জিয়ার সরকারও ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে।

ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। ছাত্র ইউনিয়নের বিবৃতিতে বলা হয়, অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের নামে জগন্নাথ হলে শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর হামলা করা হইয়াছে। ইহা মানিয়া নেওয়া যায় না। একই সাথে এস এম হলে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীকে অস্ত্রের মুখে মিছিলে নামানোর ঘটনাও উদ্বেগজনক। ছাত্রমৈত্রির বিবৃতিতে বলা হয়, জগন্নাথ হলে শিক্ষক-ছাত্রদের উপর পুলিশের হামলা নিন্দনীয়। তবে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা আমাদের কাম্য নয়। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ (সা-সা), শামসুন নাহার হল ছাত্রী সংসদ, শেখ কামাল সংসদ, ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক ছাত্রকেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট পৃথক বিবৃতিতে জগন্নাথ হলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে।

SHEET — OF — SHEETS
3. SYSTEM